বাংলা বাহিনীর পেছনে সক্রিয় ১৬ জঙ্গি সংগঠন ঃ দেশব্যাপী নেটওয়ার্ক, প্রশিক্ষণ ক্যাম্প

প্রতীক ইজাজ ঃ উগ্র মৌলবাদী জঙ্গি সংগঠনগুলো ছেয়ে গেছে সারা দেশ। অন্তত ১৬টি সংগঠন গড়ে তুলেছে তাদের শক্তিশালী নেটওয়ার্ক। প্রায় প্রতিটি জেলায় রয়েছে শক্তিশালী ঘাঁটি ও প্রশিক্ষণ ক্যাম্প। সংগঠনগুলোর প্রায় অর্ধলক্ষ প্রশিক্ষিত সশস্ত্র জঙ্গি ক্যাডার তৎপর রয়েছে মাঠ পর্যায়ের কর্মকাণ্ডে। দেশ-বিদেশের বেশ কিছু সংগঠন থেকে জোগান দেওয়া হচ্ছে অর্থ। আর এই সংগঠনগুলার সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে সম্পৃক্ত রয়েছে জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ (জেএমবি)-এর কথিত জঙ্গি কমান্ডার বাংলা ভাই ও আমির আবদুর রহমান। আর এসবেরই মূল ক্রীড়ানক হিসেবে কাজ করছে জোট সরকারের শরিক দল জামাতে ইসলামী। দেশব্যাপী ভয়াবহ আকারে বিস্তার ঘটা এই জঙ্গি সংগঠনগুলো হলো আল মুজাহিদ পার্টি, শাহাদাত-ই-আল হিকমত পার্টি, জামাতুল মুজাহিদীন, হরকাতুল জিহাদ, জামায়াতি ইয়াহিয়া আল তুবাত, হিযবুত তাওহীদ, আল হারাকাত আল ইসলামিয়া, আল মাহফুজুল আল ইসলামি, জামাতুল ফালাইয়া, তাওহিদি জনতা, বিশ্ব ইসলামি ফ্রন্ট, জুমাতুল আল সাজাত, শাহাদাত-ই নবুয়্যত, আল তুবাত, ইসলামী বিপ্লবী পরিষদ ও জয়সে মোস্তফা।

অন্যদিকে প্রায় ১০ বছর আগে এসব সংগঠন দেশে তাদের কার্যক্রম শুরু করলেও সম্প্রতি এদের উত্থান ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। বিশেষ করে জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর পরই প্রকাশ্যে কর্মকাণ্ড শুরু হয় তাদের। সরকারদলীয় মন্ত্রী, সাংসদ ও প্রভাবশালী নেতাকর্মীরা চরমপন্থী এলাকাগুলোয় নিজের কর্তৃত্ব টিকিয়ে রাখতে ব্যবহার শুরু করে এসব জঙ্গি ক্যাডারদের। সেই সঙ্গে শুরু হয় জঙ্গি গ্রুপগুলোর নীলনকশা বাস্তবায়নের কাজ।

বিভিন্ন সময়ে জঙ্গি সংগঠনগুলোর তৎপরতা নিয়ে তদন্তকারী একাধিক পুলিশ কর্মকর্তা ও গোয়েন্দা সংস্থার সংশ্লিষ্টদের সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

মুক্তবুদ্ধি চর্চা বন্ধ ও গণতন্ত্র নস্যাতে দেশব্যাপী বিস্তার ঘটেছে অন্তত ১৬টি উগ্র মৌলবাদী জঙ্গি সংগঠনের। এর মধ্যে গত প্রায় দুমাস যাবৎ উত্তরাঞ্চলের চার জেলায় তাণ্ডব সৃষ্টিকারী কথিত বাংলা ভাই ও তার জঙ্গি সংগঠন জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ (জেএমবি) এই জঙ্গি সংগঠনগুলোরই একটি শক্তিশালী অংশ। সরকারের একটি গোয়েন্দা সংস্থা বাংলা ভাইয়ের সাম্প্রতিক সময়ের কর্মকাণ্ড নিয়ে কাজ শুরু করেছে বলে একটি সূত্র জানিয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানিয়েছে, উত্তরাঞ্চলের জঙ্গি সংগঠনগুলো সাম্প্রতিক সময়ে আলোচনায় এলেও মূলত এদের কর্মকাণ্ড শুরু হয় গত সংসদ নির্বাচনের পরপরই। যদিও নির্বাচনের আগেই সংখ্যালঘু নির্যাতনসহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে এসব সংগঠনকে পরীক্ষামূলকভাবে বিএনপি ও জামাতে ইসলামী মাঠে নামায়, কিন্তু পরবর্তী এক বছরের মধ্যেই এসব সংগঠন নিজেদের গুছিয়ে নিতে সক্ষম হয়। অনুসন্ধানে জানা গেছে, উত্তরাঞ্চলসহ সারা দেশে এখন অন্তত ১৬টি জঙ্গি সংগঠন কাজ করছে। এদের মধ্যে একমাত্র জামাতুল মুজাহিদিন প্রথম থেকেই একেবারে প্রকাশ্যে সামনের সারি থেকে কর্মকাণ্ড চালাতে শুরু করে। এদের মধ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় শাহাদত-ই-আল হিকমা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। তবে কর্মকাণ্ডের ভেতর দিয়ে সবচেয়ে বেশি পরিচিত হয়ে ওঠে জামাতুল মুজাহিদিন। এসব জঙ্গি সংগঠন দেশব্যাপী যেকটি কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে আলোচিত হয়ে ওঠে, সেগুলোর ভেতর প্রায় সবকটিতেই এই সংগঠনের নাম পাওয়া যায়। নাশকতামূলক এসব কর্মকাণ্ড হলো-দিনাজপুরে ছাত্রবাসে বোমা বিস্ফোরণ, জয়পুরহাটের ক্ষেতলালে পুলিশের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধ, চাঁপাইনবাবগঞ্জে থেকে বোমা তৈরির সময় জঙ্গি আটক। এই তিন বড়ো ঘটনাতেই জামাতুল মুজাহিদিনের ক্যাডাররা জড়িত ছিল বলে জানা গেছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, গত বছর ১২ মার্চ চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহরের হুজুরিপাড়ায় শক্তিশালী বোমাসহ জামাতুল মুজাহিদিনের ৫ জঙ্গি আটক হয়। ওই ঘটনার সময়

কর্মরত এক পুলিশ কর্মকর্তা জানান, ওইদিন চাঁপাইনবাবগঞ্জের হুজুরিপাড়া এলাকায় একটি ছাত্রাবাস থেকে জামাতুল মুজাহিদিনের এই ৫ ক্যাডারকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় সেখান থেকে আনুমানিক দেড় কেজি ওজনের একটি শক্তিশালী টাইম বোমা, একটি পেট্রল বোমা ও দুটি ককটেলসহ বিপুল পরিমাণ বোমা তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়। নাম প্রকাশ না করার শর্তে তিনি আরো জানান, সে সময় সশস্ত্র ক্যাডারদের কাছ থেকে সংগঠনের বেশ কিছু বই ও অডিও ক্যাসেটও উদ্ধার করা হয়। বইগুলোর ভেতর দুটি ছিল ওসামা বিন লাদেনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী মাসুদ আয়াহারের লেখা। পুলিশ ওই সময় তাদের কাছ থেকে ভারত ও পাকিস্তানি মুদ্রা উদ্ধার করে। উদ্ধার করে একটি পাসপোর্ট ও মোবাইল ফোন। ২০০১ সালের ১ ডিসেম্বর ইস্যুকৃত ওই পাসপোর্টটির নম্বর ছিল ০৮১২৭০১। ছাত্রাবাস থেকে উদ্ধার করা কাগজপত্রের মধ্যে ছিল ড. আল বারাদি নামের একজনের হাতে লেখা জীবনী। তাকে সেখানে আন্তর্জাতিক শক্তি কমিশনের পরিচালক হিসেবে উল্লেখ করা ছিল। ওই সময় সংগঠনের নামে চাঁদার রশিদ ছাড়াও জাগ্রত মুসলিম শক্তি- জেএমএস বাংলাদেশ নামে একটি চাঁদার রশিদ বইও পুলিশ উদ্ধার করে।

পুলিশের ওই কর্মকর্তা জানান, সেসময় পুলিশ জামাআতুল মুজাহিদিনের সংশ্লিষ্টদের বেশ কিছু তথ্য পেয়েছিল। কিন্তু কোনো এক রহস্যময় কারণে পুলিশ মামলার এজাহারে সংগঠনের নামটি না দিয়েই বিস্ফোরকদ্রব্য আইনের ৪/৫ ধারায় মামলা দায়ের করে। সিজার লিস্টে অডিও ক্যাসেট ও টাইম বোমার কথাও বেমালুম চেপে যাওয়া হয়েছিল। সূত্র মতে, অডিও ক্যাসেটগুলোর ভেতর একটিতে জামাআতুল মুজাহিদিনের উত্থান এবং লক্ষ্য সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য ছিল। ওই ক্যাসেটে কর্মীদের উদ্দেশ্যে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দিয়েছিল সংগঠনের এক পদস্থ নেতা। এছাড়াও এক বছরের ভেতরেই তারা একটি বড়ো ধরনের ’বিপ্লব’ ঘটানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং এ লক্ষ্যে কর্মীদের প্রস্তুত হতে হবে- এধরনের কথাবার্তাও ছিল ক্যাসেটে। বাংলা ভাইয়ের সংগঠন জাগ্রত মুসলিম জনতার কথিত আমির আবদুর রহমান সাংবাদিকদের তার সংগঠনের যে ধরনের নেতৃত্ব কাঠামোর কথা বলেছিলেন, ওই ক্যাসেটে জামাআতুল মুজাহিদিনেরও একই ধরণের

নেতৃত্ব কাঠামোর কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু কোনো এক রহস্যময় কারণে পুলিশ ওই ক্যাসেটকে আমলে না নিয়ে সিজার লিস্ট থেকে বাদ দিয়ে কৌশলে তা সরিয়ে ফেলে। তবে চাঁপাইনবাবগঞ্জ পুলিশ আমলে না নিলেও বিষয়টি বেশ গুরুত্বের সঙ্গে নেয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলো। গোয়েন্দা সূত্রে জানা গেছে, ওই ঘটনার পর থেকে সরকারের একাধিক গোয়েন্দা সংস্থা মাঠে নামে। জঙ্গি সংগঠনের বিষয়ে তারা একাধিক রিপোর্টও ঢাকায় পাঠায়। এর আগে একই বছরের ১৩ ফেব্রুয়ারি দিনাজপুর শহরের গুড়গোলায় জামাআতুল মুজাহিদিনের ছাত্রাবাসে বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। এটিই জামাআতুল মুজাহিদিনের প্রথম আত্মপ্রকাশ। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ আহত অবস্থায় সংগঠনের ৩ ক্যাডারকে গ্রেপ্তার করে। পালিয়ে যায় আরো ১০ জন। এরপর উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন স্থান থেকে মোট ১১ জনকে আটক করে পুলিশ। জয়পুরহাট জেলার ক্ষেতলাল উপজেলার মহেশপুর গ্রামে একই বছরের ১৫ আগস্ট দিনাজপুরের মামলার প্রধান আসামি ওবায়দুল্লা ও মোস্তফাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তারা ওই গ্রামেও তৎপরতা চালাচ্ছিল। সেখানে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ ও পুলিশের অস্ত্র কেড়ে নেওয়ার ঘটনা ঘটে। সেসময় জয়পুরহাটে কর্মরত এক পুলিশ কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে ভোরের কাগজকে বলেন, দিনাজপুর পুলিশ জয়পুরহাটে ওই দুই জঙ্গির তৎপরতা চালানোর তথ্য পেয়ে তাদের গ্রেপ্তারের জন্য জয়পুরহাট থানা পুলিশকে বলে। ওই সময় আরো যারা পালিয়ে গিয়েছিল তাদের ভেতর মারেফুল ইসলাম ও আবদুর রহমান নামে ২ জন ছিল। ওই আবদুর রহমান কথিত জাগ্রত মুসলিম জনতার আমির দাবিকারী ব্যক্তিটিও হতে পারে বলে পুলিশের ওই কর্মকর্তা জানান। পরে মারেফুল ইসলাম নামে একজনকে চাঁপাইনবাবগঞ্জের ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশের দুই কর্মকর্তাই বলেছেন, জামাআতুল মুজাহিদিনের পালিয়ে যাওয়া ক্যাডাররাই ঘুরে ফিরে সবখানে তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে। এদের সবার বিরুদ্ধেই বিভিন্ন থানায় মামলা রয়েছে। জাগ্রত মুসলিম জনতার ক্যাডারদের মূল শক্তিগুলো ওইসব পলাতক ক্যাডাররাই বলে জানালেন তারা। চাঁপাইনবাবগঞ্জে একসময় কর্মরত ওই কর্মকর্তা বলেছেন, হুজুরিপাড়া থেকে উদ্ধারকৃত অডিও ক্যাসেটটি পাওয়া গেলে এবং তা সঠিকভাবে ব্যবহৃত হলে জাগ্রত মুসলিম জনতার ক্যাডারদের পুরো পরিচয় বের হয়ে আসতে পারে।

এদিকে পৃথক একটি সূত্র জানিয়েছে, চাঁপাইনবাবগঞ্জে গ্রেপ্তারকৃত মারেফুল ইসলামের সঙ্গে বাংলা ভাই দীর্ঘদিন দেশের বিভিন্ন স্থানে কাজ করেছে। এরা ২ জনই জামাআতুল মুজাহিদিনের শক্তিশালী কর্মী বলে পরিচিত ছিল। তবে শুধু জামাআতুল মুজাহিদিনই নয় এ অঞ্চলে কর্মকাণ্ড চালানো ১৬ টি জঙ্গি সংগঠন ভিন্ন ভিন্ন নামে কাজ চালালেও তাদের একই কায়দায় নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ফলে এদের একটি সংগঠনের ক্যাডারদের সঙ্গে অন্য সংগঠনের ক্যাডারদের সম্পর্কও রয়েছে। পুলিশের ওই দুই কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, বাংলা ভাইয়ের এ উত্থান শুধু জামাআতুল মুজাহিদিনই নয়, সব কটি জঙ্গি সংগঠনকেই শক্তি যোগাতে পারে।